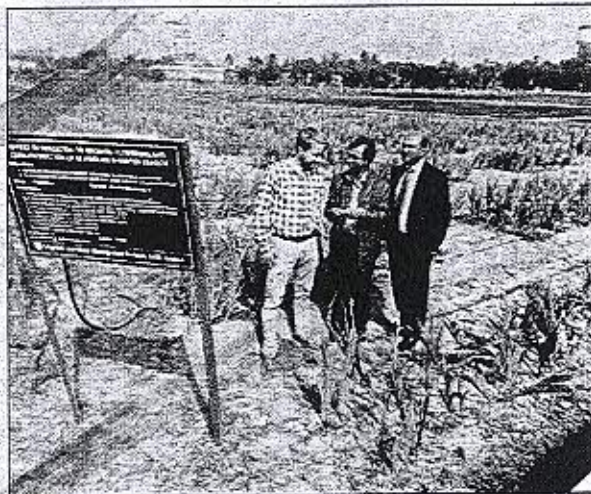


সকালের সময়

৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০

২২ মাঘ ১৪২৬

১০ জমাদিউস সানি ১৪৪১



নেদারল্যান্ডসের ভূমি ও পানি ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞের বারি পরিদর্শন

আবিদ হোসেন বুলবুল, গাজীপুর

নেদারল্যান্ডসের ভূমি ও পানি ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ ড. উলফগ্যাং ডুইফছইজেন সোমবার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) পরিদর্শন করেন। ড. উলফগ্যাং বাংলাদেশের ৫টি মন্ত্রণালয় ও নেদারল্যান্ডস, নৃতাবাস, ঢাকা'র যৌথ উদ্যোগে চলমান 'চর উন্নয়ন ও সেটেলমেন্ট' প্রকল্পে 'ইয়ং প্রফেশনাল' হিসেবে কাজ করছেন।

ড. উলফগ্যাং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর সদর দপ্তরের সামনে এসে পৌঁছালে তাকে স্বাগত জানান অনিষ্টকারী মেরুদণ্ডী প্রাণী বিভাগের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মোহাম্মদ আরিফুর রহমান এবং প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং-এর উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. মিজানুর রহমান। পরে অতিথি বারি মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল ওহাব মহোদয়ের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল ওহাব অতিথিকে স্বাগত জানান এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম তুলে ধরেন। একই সাথে তারা দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। পরে অতিথি ইনস্টিটিউটের কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, ফার্ম মেশিনারি এন্ড পোস্টহারভেস্ট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং বিভিন্ন গবেষণাগার ও মাঠে স্থাপিত বিভিন্ন পরীক্ষণ পরিদর্শন করেন এবং উদ্যানতন্ত্র গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যান ফসলের গবেষণা জোরদারকরণ এবং চর অঞ্চলে উদ্যান ও মাঠ ফসলের প্রযুক্তি বিস্তার' প্রকল্প সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেন। একই সাথে তিনি ইনস্টিটিউটের বর্তমান গবেষণা কার্যক্রম, অগ্রগতি ও সাফল্য দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন।



GAZIPUR: Dr. Wolfgang Duifhuizen, CDSP-B Professional of Netherlands working in Char Development and Settlement Project in Bangladesh (a collaborative projects of 5 ministries and Embassy of Netherlands, Dhaka), visiting Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) on Monday. ■ NN photo

CDSP-B team of Netherlands visits BARI

Gazipur Correspondent

Dr. Wolfgang Duifhuizen, CDSP-B Professional of Netherlands who has been working in Char Development and Settlement Project in Bangladesh (a collaborative projects of 5 ministries and Embassy of Netherlands, Dhaka), visited Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) on Monday.

Senior Scientific Officer of Vertebrate Pest Division Md. Arifur Rahman and Senior Scientific Officer of Training and Communication Wing Md. Mizanur Rahman, welcomed the guest at the time of his arrival in the institute. Later they met BARI Director General Dr. Md. Abdul Wohab at his office where the Director General welcomed them and gave a short briefing about the activities of BARI. Dr. Wolfgang observed the research and development of Agronomy Division, FMPE Division, Irrigation and Water Management Division and Olericulture Division (Charland project) of BARI.

NEWAGE

THURSDAY, FEBRUARY 6, 2020, MAGH 23, 1426 BS



Dutch expert Wolfgang Duifhuizen visits the Bangladesh Agricultural Research Institute in Gazipur on Monday.

— Press release

Dutch expert visits BARI

Staff Correspondent

WOLFGANG Duifhuizen of the Netherlands, who has been working in Char Development and Settlement Project in Bangladesh, visited Bangladesh Agricultural Research Institute in Gazipur on Monday.

Vertebrate Pest Division senior scientific officer Md Arifur Rahman and training and communication wing senior scientific officer Md Mizanur Rahman welcomed the guest to the institute.

Later they met BARI director general Md Abdul Wohab at his office.

Wolfgang observed the research and development of Agronomy Division, FMPE Division, Irrigation and Water Management Division and Olericulture Division of BARI.

যশোরে পেঁয়াজ চাষীদের জন্য সুখবর দিলেন কৃষি গবেষণা কেন্দ্র

রহিদুল খান : যশোর আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা বলেছেন এখন থেকে কৃষককে আর বীজ হিসেবে পেঁয়াজের বাধু বা কন্দ ব্যবহার করতে হবে না। সরাসরি বীজ বপন করেই অল্প খরচে মানসম্মত পেঁয়াজ উৎপাদন করতে পারবেন তারা। এ জন্য বিজ্ঞানীরা বিপুল পরিমাণ বীজ উৎপাদনের উদ্যোগ নিয়েছেন। আগামী মৌসুমে সহজ শর্তে কৃষকদের মাঝে এসব পেঁয়াজ সরবরাহ করা হবে বলে গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা জানান।

জানা গেছে, প্রতিবছরই দেশে পেঁয়াজের সংকট দেখা দেয়। এর সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে পেঁয়াজের বীজ সংকট ও সংরক্ষণের অভাব। আমাদের দেশের কৃষকরা বীজ হিসেবে পেঁয়াজের বাধু বা কন্দ চাষা হিসেবে ব্যবহার করে চাষ করে থাকেন। যে কারণে বিধাপ্রতি জমিতে ২০০ কেজি বীজ হিসেবে বাধু বা কন্দ ব্যবহার হয়ে থাকে। যার বর্তমান বাজার মূল্যে যদি ২০০ টাকা কেজি ধরা হয় তাহলে ৪০

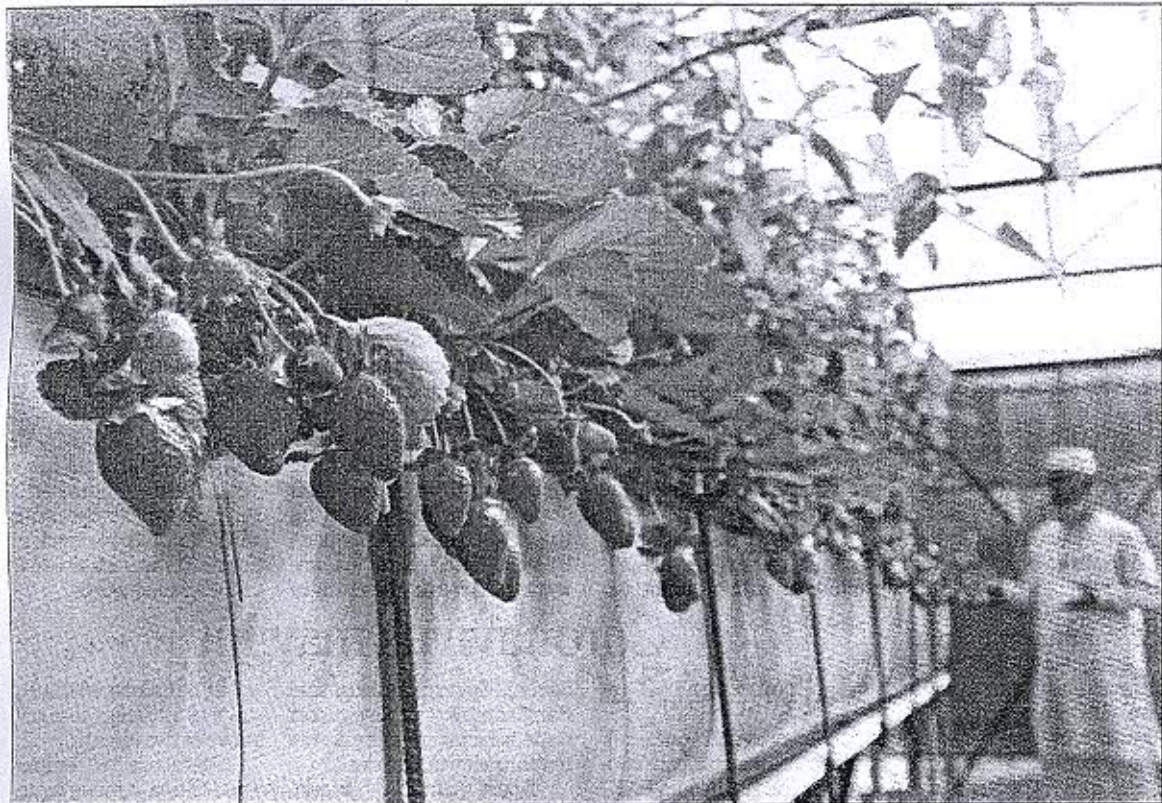


হাজার টাকা খরচ হয়। ফলে কৃষকের ইচ্ছা থাকলেও খরচের ভয়ে বিপুল পরিমাণ জমিতে পেঁয়াজ চাষ করতে চান না তারা।

কৃষি বিজ্ঞানীরা জানান, এ পদ্ধতিতে পেঁয়াজ চাষ করতে গিয়ে একদিকে কৃষককে যেমন বাড়তি খরচ

গুণতে হয় তেমনি ফলনও কম হয়। তাছাড়া পেঁয়াজ ক্ষেত ছত্রাকজনিত নানা রোগ আক্রান্ত হয়। এ অবস্থায় পেঁয়াজ চাষকে সহজলভ্য করতে বিজ্ঞানীরা নানা গবেষণা শুরু করেন। গবেষণা কার্যক্রমের মূল উদ্যোক্তা আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হাফিজুর রহমান বলেন, 'এক বিঘা জমিতে যেখানে ৫ থেকে ৬ মণ পেঁয়াজের বাধু বা কন্দ লাগে সেখানে কৃষক যদি পেঁয়াজের বীজ পান তাহলে তারা এক কেজি বীজে ৫ থেকে ৬ হেক্টর জমিতে পেঁয়াজ চাষ করতে পারবেন। তাতে কৃষকের বিধাপ্রতি পেঁয়াজের বীজের খরচ ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা গুণতে হবে না। মাত্র ৫ থেকে ৬ শত টাকা

খরচ পড়বে'। তিনি বলেন, 'আমাদের দেশে যে পেঁয়াজ উৎপাদন হয় তা দিয়ে দেশের মোট চাহিদার ৫৭.১৪ শতাংশ মেটানো সম্ভব। এ ঘাটতি পূরণে সরকারকে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ টাকা খরচ করে ৭.৬৩ টন পেঁয়াজ আমদানি করতে হয়।



Bunches of strawberries are hanging from strawberry plants at the Chattogram Centre of Bangladesh Agriculture Research Institute. Strawberries have been cultivated at the centre using hydroponics method. The photo was taken on Wednesday.

—RABIN CHOWDHURY

Coco-coir, not soil for strawberry farming

NUR UDDIN ALAMGIR

CHATTOGRAM: Researchers of Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) in Chattogram have successfully produced mouth-watering strawberry on coco-coir in plastic containers, instead of soil to offset increasing decline of farmlands.

The successful production is now under observation for research in a bid to spread the method to the marginal level for commercial viability. Besides, the method is very much suitable for the people who love to develop garden on rooftop in the metropolitan areas.

The research is also aimed at producing organic and quality crops under controlled weather.

Dr ASM Harunor Rashid, Principal scientific officer, of Agricultural Research Station (ARS) under Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) told the daily sun on Wednesday that "we developed a shed using polythene and net on the complex of the ARS in the city. Long-shaped plastic containers were used for planting the saplings of strawberry of BARI-2 & 3 species."

"We used coco-coir instead of soil on the plastic containers. Mixed up

solution of 16 artificial ingredients of nutrition is supplied with sprinkler set beneath the coco-coir at the containers," narrated Harunor.

"The saplings of strawberry were planted on November 26 last year. The fruits grew with a very good size and quality, and are now harvestable," he said.

The research in strawberry will continue for one-year to ascertain the actual cost and develop methods for overcoming the problems in growing in this method, said the BARI official.

Following use of the sub-strate (coco-coir), both the weather and

Page 15 Col 2

From Page 16

insect are unable to cause any harm to the crops, which can also be produced throughout the year at the same place, Harunor said.

Sources said the Vegetable Research Division of the BARI in Gazipur near Dhaka invented the 'hydroponic method' for producing crops like strawberry, tomato, lettuce and capsicum.

But, the BARI's ARS in

the port city's Pahartali area produced the Strawberry with other vegetables successfully for the first time in Chattogram.

ARS Principal Scientific Officer Rashid said the city areas lacked farmland while adverse weather like excessive heat and flood frequently damaged crops at the traditional farmland.

Besides, use of uncontrolled chemical for faster growth and additional production of crops also ap-

peared as a matter of great concern for public health, he said.

Considering the issue, the BARI invented the method developing it suitable for country weather and environment few years back.

As Chattogram is considered to be the commercial capital of the country, there are large number of customers of items like strawberry, lettuce and capsicum, said the scientific officer.